ছয় নম্বর সম্পর্কিত হাদিস সমূহ

(কালিমা)

(১)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ وَأَدْعُوكَ بِهِ قَالَ: قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ: يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا. قَالَ: قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ: إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخُصُّنِي بِهِ. قَالَ: يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ. مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. (رواه النسائي)

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, একবার হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার পাক দরবারে আরজ করিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে এমন কোন ওজীফা শিখাইয়া দিন, যাহা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করিব এবং আপনাকে ডাকিব। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে থাক। তিনি আরজ করিলেন, হে পরোয়ারদিগার! ইহা তো সকলেই পড়িয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালা পুনরায় বলিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে থাক। হযরত মূসা (আঃ) আরজ করিলেন, হে আমার রব! আমি তো এমন একটি বিশেষ জিনিস চাহিতেছি যাহা একমাত্র আমাকেই দান করা হয়। এরশাদ হইল, হে মূসা! সাত তবক আসমান এবং সাত তবক জমীনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাখা হয়, তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-ওয়ালা পাল্লাই ঝুকিয়া যাইবে। (তারগীব নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকিম)

(২)

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قِيلَ: وَمَا إِخْلَاصُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَحْجُزَهُ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ. (رواه الطبراني في الأوسط والكبير)

হযরত জায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন, যে ব্যক্তি এখলাছের সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কলেমার এখলাছ (এর আলামত) কি? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তাহাকে হারাম কাজসমূহ হইতে বাধা প্রদান করে।

(৩)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا مُحِيَ مَا فِي الصَّحِيفَةِ مِنَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى تَصِيرَ مِثْلَهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ (رواه أبو يعلى كذا في الترغيب)

যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময়-দিনে অথবা রাত্রে-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে, তাহার আমলনামা হইতে গোনাহসমূহ মিটিয়া যায় এবং উহার স্থলে নেকীসমূহ লিখিয়া দেওয়া হয়। (তারগীবঃ আবু ইয়া'লা)

(৪)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ (رواه مسلم. باب بيان عدد شعب الإيمان. رقم: 153)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ঈমানের সত্তরেরও বেশি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলা এবং সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা।

CamScanner

(৫)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا؟ قَالَ: أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (رواه أحمد و الطبراني 2/415)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমরা তোমাদের ঈমান নবায়ন করো। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কীভাবে ঈমান নবায়ন করব? তিনি বললেন: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বেশি বেশি বলো।

(৬)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ (رواه الحاكم 1/ 13،14)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কী? তিনি বললেন:

যখন তোমার নেক কাজ তোমাকে আনন্দিত করে এবং তোমার গুনাহ তোমাকে কষ্ট দেয়, তখন তুমি মুমিন।

(৭)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ (رواه أبو داود. باب الدليل على زيادة الإيمان و نقصانه. رقم: 4681)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে, আল্লাহর জন্য দান করে এবং আল্লাহর জন্য (দান হতে) বিরত থাকে— সে তার ঈমানকে পূর্ণ করেছে।

(৪)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا (رواه الترمذي. باب في التوكل على الله. رقم: 2344)

হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যদি তোমরা আল্লাহর ওপর যথার্থভাবে ভরসা করতে, তবে তিনি তোমাদেরকে এমনভাবে রিযিক দিতেন যেমন তিনি পাখিদের রিযিক দেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেটভরা অবস্থায় ফিরে আসে।

باب التكبيرة الأولى (তাকবিরে উলার অধ্যায়)

(1)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا (رواه البخاري. باب الاستهام في الأذان. رقم: 615)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— লোকেরা যদি আগে মসজিদে গিয়ে বসার (প্রথম সময়ে যাওয়ার) ফজিলত জানত, তাহলে তারা এর জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করত। আর যদি তারা এশা ও ফজরের নামাজের ফজিলত জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা এ দুটি নামাজে উপস্থিত হতো।

(2)

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ. فَمَنْ أَخْفَرَ ذِمَّةَ اللهِ كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ لِوَجْهِهِ (رواه الطبرانى فى الكبير، ورجاله صحيح. مجمع الزوائد. رقم: 2/29)

হযরত আবু বকরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাআতের সাথে আদায় করে, সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়) থাকে।অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মা ভঙ্গ করে, আল্লাহ তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন"

(3)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى لِلّٰهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ (رواه الترمذى. رقم: 241)

হযরত আনাস ইবন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন—যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য চল্লিশ দিন জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করে এবং প্রথম তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমা) পায় তার জন্য দু'টি মুক্তি লিখে দেওয়া হয়—একটিঃ জাহান্নাম থেকে মুক্তি,আরেকটিঃ মুনাফিকি থেকে মুক্তি।

(8)

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ رَحِمَهُ اللهُ: مَا فَاتَتْنِي التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً، وَمَا نَظَرْتُ إِلَى قَفَا رَجُلٍ فِي الصَّلَاةِ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً يَعْنِي لِمُحَافَظَتِهِ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ (حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ. 1/280)

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহঃ) বলেন—পঞ্চাশ বছর যাবৎ আমার তাকবীরে উলা কখনোই ছুটেনি। এবং পঞ্চাশ বছর ধরে নামাযের মধ্যে আমি কোনো মানুষের পিঠের দিক দর্শন করিনি।"অর্থাৎ, তিনি সর্বদা প্রথম কাতারে অবস্থান করতেন।

(5)

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللهُ: مَكَثْتُ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَمْ تَفُتْنِي التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى إِلَّا يَوْمًا وَاحِدًا، مَاتَتْ فِيهِ أُمِّي، وَفَاتَتْنِي صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فِي جَمَاعَةٍ، فَقُمْتُ فَصَلَّيْتُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً أُرِيدُ بِذَلِكَ التَّضْعِيفَ، فَغَلَبَتْنِي عَيْنِي، فَأَتَانِي آتٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، صَلَّيْتَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، وَلَكِنْ كَيْفَ لَكَ بِتَأْمِينِ الْمَلَائِكَةِ؟

মুহাম্মদ ইবনু সামা'আহ আল-ক্বাযী (রহঃ) বলেন—চল্লিশ বছরের মধ্যে একটি দিন ব্যতীত কখনোই আমার তাকবিরে উলা ছুটে যায়নি। সে দিন আমার মাতার ইন্তেকাল হয়েছিল। সেদিন জামাআতে একটি নামায ছুটে যায়। অতঃপর আমি তার পরিবর্তে পঁচিশটি নামায আদায় করি—গুণ বহুগুণ লাভের আশায়। অতঃপর নিদ্রা আমাকে আচ্ছন্ন করল। তখন একজন আগন্তুক এসে বলল— 'হে মুহাম্মদ! তুমি পঁচিশটি নামায আদায় করেছ বটে, কিন্তু ফেরেশতাদের আমীনের (আমীন বলার) ফযীলত তুমি কোথায় পাবে?

(6)

قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَهَاوَنُ بِالتَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَاغْسِلْ يَدَكَ مِنْهُ (صِفَةُ الصَّفْوَةِ. 3/88)

ইবরাহীম আন-নাখাঈ (রহঃ) বলেন—যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে প্রথম তাকবীরে উলার ব্যাপারে অবহেলা করতে দেখবে, তখন তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন কর।

CamScanner

(7)

قَالَ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ رَحِمَهُ اللهُ: مَنْ لَمْ يُدْرِكِ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى فَلَا تَرْجُ خَيْرَهُ (شُعَبُ الْإِيمَانِ. 2911)

ওকী' ইবনুল জাররাহ (রহঃ) বলেন—যে ব্যক্তি তাকবিরে উলা লাভ করতে পারে না, তার নিকট থেকে কল্যাণের আশা করিও না।

(8)

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: رُوِيَ أَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يُعَزُّونَ أَنْفُسَهُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِذَا فَاتَتْهُمُ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى. وَيُعَزُّونَ سَبْعًا إِذَا فَاتَتْهُمُ الْجَمَاعَةُ (إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ 1/149)

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন—"বর্ণিত আছে যে, পূর্বসূরি নেককার ব্যক্তিগণ যদি প্রথম তাকবীর উলা ছুটে যেত, তবে তিন দিন নিজেদেরকে শোকাহত গণ্য করতেন; আর যদি জামাআত ছুটে যেত, তবে সাত দিন পর্যন্ত নিজেদেরকে শোক পালন করতেন।

كتاب الصلاة (নামাজের অধ্যায়)

(১)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. وَالْحَجِّ. وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري. رقم: 8)

হযরত ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত—এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল; সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ আদায় করা এবং রমজানের রোজা রাখা।

(২)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ. فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ. وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ (رواه الطبراني في الأوسط. 1/ 245)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন কুরত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার সালাতের। যদি সালাত শুদ্ধ হয়, তবে তার অন্যান্য আমলও শুদ্ধ হবে; আর যদি সালাত নষ্ট হয়, তবে তার অন্যান্য আমলও নষ্ট হবে।

(৩)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ (رواه مسلم. رقم: 247)

হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: মানুষ ও শিরক-কুফরের মাঝখানে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ করা।

(৪)

عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا (رواه أبو داود. رقم: 426)

হযরত উম্মে ফরওয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো: সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন: সময়ের শুরুতে সালাত আদায় করা।

(৫)

عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ (رواه ابن حبان، 330/4)

হযরত নাওফল ইবন মু'আবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: যার সালাত ছুটে গেল, সে যেন তার পরিবার ও সম্পদ হারাল।

(৬)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه مسلم، رقم: 1477)

হযরত ইবন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: জামাআতের সাথে সালাত একা সালাত আদায় করার চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি ফজিলতপূর্ণ।

(৭)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ (رواه الطبراني في الكبير والأوسط، 128/10)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করে, তার জান্নাতে প্রবেশের একমাত্র বাধা হলো মৃত্যু।

(৮)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَكْعَتَانِ بِالسِّوَاكِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ (رواه البزار، 263/2)

হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন: মিসওয়াকসহ দুই রাকাত সালাত, মিসওয়াক ছাড়া সত্তর রাকাত সালাতের চেয়েও উত্তম।

(৯)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا (رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ورواه ابن ماجه من حديث عثمان كذا في الترغيب)

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার এরশাদ ফরমাইয়াছেন, বল দেখি, যদি কোন ব্যক্তির দরজার সম্মুখে একটি নহর প্রবাহিত থাকে, যাহাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে তাহার শরীরে কি কোন ময়লা বাকী থাকিবে? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, কিছুই বাকী থাকিবে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অবস্থাও এইরূপ যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু উহার বদৌলতে গোনাহসমূহ মিটাইয়া দেন। (তারগীব : বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

(১০)

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ. (أخرجه أحمد وأبو داود وابن جرير كذا في الدر المنثور)

হযরত হুযাইফাহ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি নামাযে মনোনিবেশ করিতেন। (দুররে মানসূর: আবূ দাউদ, আহমদ)

CamScanner

(১১)

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنِّي افْتَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا، أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ فِي وَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي (وكذا في الدر المنثور برواية أبي داود وابن ماجه)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন, আমি আপনার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করিয়াছি এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময় মত গুরুত্ব সহকারে আদায় করিবে আমি তাহাকে নিজ দায়িত্বে জান্নাতে প্রবেশ করাইব। আর যে ব্যক্তি গুরুত্ব সহকারে এই নামাযসমূহ আদায় করিবে না, তাহার ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব নাই। (দুররে মানসূর: আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

(১২)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ، وَلَا بُرْهَانٌ، وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ. (أخرجه أحمد)

একদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের বিষয় উল্লেখ করিয়া এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করে, তাহার জন্য নামায কিয়ামতের দিন নূর হইবে এবং হিসাবের সময় দলীল হইবে এবং নাজাতের উপায় হইবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করে না, কিয়ামতের দিন নামায তাহার জন্য নূর হইবে না, আর তাহার নিকট কোন দলীলও থাকিবে না এবং নাজাতের জন্য কোন উপায়ও হইবে না। এইরূপ ব্যক্তির হাশর ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনে খলফের সহিত হইবে। (দুররে মানসূর, আহমদ, ইবনে হিব্বান, তাবারানী)

(১৩)

قَالَ بَعْضُهُمْ: وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَاةِ أَكْرَمَهُ اللهُ تَعَالَى بِخَمْسِ خِصَالٍ: يَرْفَعُ عَنْهُ ضِيقَ الْعَيْشِ، وَعَذَابَ الْقَبْرِ، وَيُعْطِيهِ اللهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. (جواهر ابن حجر المكي)

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পাঁচ প্রকারে সম্মানিত করেন। প্রথমতঃ তাহার উপর হইতে রুজি-রোজগারের অভাব দূর করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ তাহার উপর হইতে কবরের আজাব হটাইয়া দেওয়া হয়। তৃতীয়তঃ কিয়ামতের দিন তাহার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে। (যাহাদের অবস্থা সূরায়ে আল-হাক্কাতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যাহাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হইবে তাহারা খুবই আনন্দ ও খুশির সহিত প্রত্যেককে দেখাইতে থাকিবে) চতুর্থতঃ সে ব্যক্তি পুলসিরাতের উপর দিয়া বিদ্যুতের মত পার হইয়া যাইবে। পঞ্চমতঃ বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

(১৪)

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعِ خِصَالٍ، فَقَالَ: لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُتِلْتُمْ أَوْ حُرِّقْتُمْ أَوْ صُلِّبْتُمْ، وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، وَفِي رِوَايَةٍ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، وَلَا تَرْكَبُوا الْمَعْصِيَةَ فَإِنَّهَا سَخَطُ اللهِ، وَلَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا رَأْسُ الْخَطَايَا كُلِّهَا (الحديث رواه الطبراني)

হযরত উবাদাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমাকে আমার প্রিয় হাবীব হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি নসীহত করিয়াছেন। তন্মধ্যে চারটি এই (১) তুমি আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করিও না; যদিও তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হয় কিংবা তোমাকে আগুনে জ্বালাইয়া দেওয়া হয় অথবা তোমাকে শূলিতে চড়ানো হয়। (২) ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করিও না; কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করে, সে দ্বীন হইতে বাহির

হইয়া যায়। (৩) আল্লাহ তায়ালার না-ফরমানী করিও না। কেননা, ইহাতে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন। (৪) শরাব পান করিও না'। কেননা, ইহা যাবতীয় পাপ কাজের মূল।

كِتَابُ الْعِلْمِ (ইলমের অধ্যায়)

(১)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ. كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامَّةً حَجَّتُهُ (رواه الطبرانی فی الکبیر. رقم: 329/1)

হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল সা. থেকে বর্ণনা করে বলেন, যে ব্যক্তি শুধু কোনো ভালো কথা শেখা বা শেখানোর উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, তার জন্য পূর্ণ হজ আদায়কারীর সমান সওয়াব রয়েছে।

(২)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا. سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ (رواه ابو داود. رقم: 3641)

হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন আমি রাসুল সা. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষীর সন্তুষ্টিতে তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। আসমান-জমিনের সব কিছু এমনকি পানির মাছও আলেমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আলেমের মর্যাদা আবিদের ওপর পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়। আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। নবীরা দিরহাম-দিনার উত্তরাধিকার রেখে যাননি, তারা রেখে গেছেন জ্ঞান। যে তা গ্রহণ করেছে, সে বড় অংশ লাভ করেছে।

(৩)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ (رواه الترمذي. رقم: 2681)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন রাসুল সা. বলেছেন, একজন ফকিহ (দ্বীনের গভীর জ্ঞানী) হাজার আবিদের চেয়ে শয়তানের জন্য বেশি কঠিন।

(৪)

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُنْ عَالِمًا. أَوْ مُتَعَلِّمًا. أَوْ مُسْتَمِعًا. أَوْ مُحِبًّا. وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ. (رواه الطبرانی فی الثلاثة. رقم: 328/1)

হযরত আবু বকরা রা. বলেন আমি রাসুল সা: কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: তুমি আলেম হও, অথবা শিক্ষার্থী হও, অথবা শ্রোতা হও, অথবা ভালোবাসনেওয়ালা হও; পঞ্চমটি হয়ো না, নইলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

(৫)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ. وَفَضْلُ كَلَامِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ. (رواه الترمذي. رقم: 2926)

হযরত আবু সাঈদ রা. বলেন রাসুল সা: বলেন-আল্লাহ তায়ালা বলেন: যাকে কুরআন আমার যিকর ও দোয়া থেকে ব্যস্ত রাখে, আমি তাকে প্রার্থনাকারীদের চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিই। আল্লাহর কালামের মর্যাদা সব কথার ওপর যেমন আল্লাহর মর্যাদা তাঁর সৃষ্টির ওপর।

(৬)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْقُرْآنُ شَافِعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ. مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ. (رواه إبن حبان. رقم: 1/ 331)

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা: বলেন-কুরআন সুপারিশকারী এবং তার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য। যে কুরআনকে সামনে রাখে, তা তাকে জান্নাতে নিয়ে যায়; আর যে পিছনে ফেলে দেয়, তা তাকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়।

(৭)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرٍّ. عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ. وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ (رواه البيهقي فى شعب الإيمان. 4/ 242)

হযরত আবু জর রা. বলেন রাসুল সা: বলেছেন-হে আবু যর! তোমার ওপর কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর যিকর আবশ্যক। এটি আসমানে তোমার জন্য স্মরণ এবং জমিনে তোমার জন্য নূর।

(৮)

(عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. وَإِنَّمَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي (رواه البخارى)

হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা যে ব্যক্তির সহিত কল্যাণের এরাদা করেন তাহাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন। আমি তো শুধু বন্টনকারী, আল্লাহ তায়ালাই দান করার মালিক।

كِتَابُ الذِّكْرِ (যিকিরের অধ্যায়)

(১)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا (رواه الطبرانى فى الكبير و البيهقي فى شعب الإيمان وهو حديث حسن. الجامع الصغير. 2/ 428)

হযরত মুয়াজ বিন জামাল রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল সা: বলেছেন- জান্নাতবাসীরা কোনো বিষয়ে আফসোস করবে না; শুধু সেই সময়টির জন্য আফসোস করবে যা তারা আল্লাহর যিকর ছাড়া অতিবাহিত করেছে।

(২)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا. وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. (رواه أبو داود. رقم: 1518)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসুল সা: বলেছেন-যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগফার করে, আল্লাহ তার জন্য প্রত্যেক সংকট থেকে মুক্তির পথ করে দেন, প্রত্যেক দুশ্চিন্তা থেকে প্রশান্তি দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।

CamScanner

(৩)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي. فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. (رواه البخاري)

আল্লাহ বলেন: আমি আমার বান্দার ধারণার সাথে থাকি এবং সে যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তার সাথে থাকি। সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর সে যদি কোনো সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। সে যদি এক বিঘত পরিমাণ আমার দিকে অগ্রসর হয়, আমি এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই; সে যদি এক হাত অগ্রসর হয়, আমি এক বাহু অগ্রসর হই; আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।

(৪)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ، قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ (رواه أحمد، 75/10)

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা: বলেন-যে কোনো লোকসমষ্টি একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিকর করে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায়—তাদের জন্য আসমান থেকে ঘোষণা করা হয়: উঠে দাঁড়াও, তোমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে; তোমাদের গুনাহ নেকিতে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে।

(৫)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. (رواه مسلم، رقم: 6855)

হযরত আবু হুরায়রা রা. ও আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তারা উভয়ে রাসুল সা. এর ব্যাপারে স্বাক্ষ্য দান করেন যে,যে কোনো দল আল্লাহর যিকরে বসে, ফেরেশতারা তাদের ঘিরে নেয়, রহমত তাদের আচ্ছাদিত করে, তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল হয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের মাঝে তাদের আলোচনা করেন।

(৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي، وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ (رواه ابن ماجه، رقم: 3792)

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা: বলেন–আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে এবং আমার জন্য তার ঠোঁট নড়ে, তখন আমি তার সাথেই থাকি।

(৭)

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ، وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. (اخرجه البخاري ومسلم والبيهقي كلهم في الدر والمشكوة)

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে আর যে ব্যক্তি করে না এই দুইজনের উদাহরণ হইল জীবিত ও মৃতের মত। যে যিকির করে সে জীবিত আর যে যিকির করে না সে মৃত। (দুররে মানসূর, মিশকাত : বুখারী, মুসলিম)

CamScanner

كِتَابُ إِكْرَامِ الْمُسْلِمِينَ (ইকরামুল মুসলিমিন)

(১)

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِيءٌ مِنَ الْكِبْرِ. (رواه البيهقي في شعب الإيمان. رقم: 433)

হযরত আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা: বলেন–যে ব্যক্তি আগে সালাম দেয়, সে অহংকার থেকে মুক্ত।

(২)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ (رواه ابو داود. رقم: 4799)

হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা: বলেন–মিজানে উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভারী আর কিছু নেই।

(৩)

عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ. (رواه الأمام مالك في الموطأ. صفحة: 705)

হযরত মালেক রহ. থেকে বর্ণিত,রাসুল সা: বলেন–আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য।

(৪)

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. (رواه مسلم. رقم: 267)

হযরত আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত,রাসুল সা: বলেন–যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(৫)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ. وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ. (رواه الترمذي. رقم: 1899)

হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা: বলেন– পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি।

(৬)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنِ اعْتِكَافِ عَشْرِ سِنِينَ. وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ. كُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ (رواه الطبراني في الأوسط. مجمع الزوائد. رقم: 8/351)

যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজনে হাঁটে, তা তার জন্য দশ বছরের ইতিকাফের চেয়েও উত্তম। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এক দিন ইতিকাফ করে, আল্লাহ তার ও জাহান্নামের মাঝে তিনটি খাদ সৃষ্টি করেন—প্রতিটি খাদ পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের সমান।

(৭)

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (رواه البخاري. رقم: 11)

হযরত আবু মুসা রা. বলেন, আল্লাহর রাসুল কে জিজ্ঞেস করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের কোনটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন: যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।

CamScanner

(৮)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ. رواه البخاري. باب الامر باتباع الجنائز. رقم:

হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, এক মুসলমানের অপর মুসলমানের উপর পাঁচটি হক রহিয়াছে-সালামের জওয়াব দেওয়া, অসুস্থকে দেখিতে যাওয়া, জানাযার সহিত যাওয়া, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচি দাতার জওয়াবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা। (বোখারী)

(৯)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ. (رواه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب حسن. باب ماجاء في عيادة المريض. رقم:٩٦٩

হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে মুসলমান কোন অসুস্থ মুসলমানকে সকালে দেখিতে যায়, সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকে। আর যে সন্ধ্যায় দেখিতে যায়, সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকে এবং জান্নাতে সে একটি বাগান পায়। (তিরমিযী)

(১০)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ. رواه احمد والطبراني في الكبير واسناده حسن. مجمع الزوائد ١٢٢٨

হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দের সম্মান করে না, আমাদের ছোটদের উপর দয়া করে না, এবং আমাদের আলেমগণের হক বুঝে না, তাহারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। (মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

(১১)

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ. (وهو جزء من الحديث رواه ابوداؤد. باب المواخاة. رقم:

১৫৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন মিটায় আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রয়োজন মিটাইয়া দেন। (আবু দাউদ)

(১২)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ. ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. رواه ابوداؤد. باب في الرحمة. رقم:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, দয়াকারীদের উপর রহমান (আল্লাহ তায়ালা) রহম করেন। তোমরা জমিনবাসীদের উপর রহম কর, তাহা হইলে আসমানওয়ালা (আল্লাহ তায়ালা) তোমাদের উপর রহম করিবেন। (আবু দাউদ)

(১৩)

عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ وَسَّعَ عَلَى مَكْرُوبٍ كُرْبَةً فِي الدُّنْيَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ كُرْبَةً فِي الْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ فِي الْآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رواه احمد

হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন বিপদগ্রস্ত মানুষের বিপদ দূর করে আল্লাহ তায়ালা তাহার আখেরাতের বিপদ দূর করিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে তাহার দোষত্রুটি গোপন রাখিবেন। যতক্ষণ মানুষ তাহার ভাইয়ের সাহায্য করিতে থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহার সাহায্য করিতে থাকেন। (মুসনাদে আহমাদ)

تصحيح النيّة (সহীহ নিয়ত)

(১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. (رواه ابن ماجه. باب النية. رقم: ٤٢٢٩)

হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) লোকদেরকে তাহাদের নিয়ত অনুযায়ী উঠানো হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেকের সঙ্গে তাহার নিয়ত অনুযায়ী ব্যবহার করা হইবে।

(২)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ. (رواه النسائي. باب من غزا يلتمس الأجر والذكر. رقم: ٣١٤٢)

হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত আমলের মধ্য হইতে শুধু সেই আমলকেই কবুল করেন যাহা খালেসভাবে তাঁহারই জন্য হয় এবং উহাতে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য হয়। (নাসাঈ)

(৩)

عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا. بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ. (رواه النسائي. باب الاستنصار بالضعيف. رقم: ٣١٨٠)

হযরত সা'দ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের সাহায্য (তাহার যোগ্যতার ভিত্তিতে করেন না, বরং) দুর্বল ও ভগ্নাবস্থাপন্ন লোকদের দোয়া, নামায এবং তাহাদের এখলাসের কারণে করেন। (নাসাঈ)

CamScanner

(৪)

عَنْ أَبِي فِرَاسٍ رَحِمَهُ اللهُ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: الْإِخْلَاصُ. (وهو جزء من الحديث) رواه البيهقي في شعب الايمان: ٥/٣٤٢)

আসলাম গোত্রীয় হযরত আবু ফেরাস (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঈমান কি? তিনি এরশাদ করিলেন, ঈমান হইল এখলাস। (বাইহাকী)

(৫)

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: طُوبَى لِلْمُخْلِصِينَ، أُولَئِكَ مَصَابِيحُ الدُّجَى، تَنْجَلِّي عَنْهُمْ كُلُّ فِتْنَةٍ ظَلْمَاءَ. (رواه البيهقي في شعب الايمان: ٥/٣٤٣)

হযরত সওবান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, এখলাস ওয়ালাদের জন্য সুসংবাদ হউক, তাহারা অন্ধকারে চেরাগ স্বরূপ। তাহাদের দ্বারা কঠিন হইতে কঠিন ফেৎনা দূর হইয়া যায়। (বাইহাকী)

كِتَابُ الدَّعْوَةِ وَالتَّبْلِيغِ (দাওয়াত ও তাবলীগ)

(১)

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الدالّ على الخير كفاعله (رواه الترمذي رقم: 2671

হযরত আবু মাসউদ রা. বলেন, রাসুল সা: বলেছেন-যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের পথ দেখায়, তার জন্য সেই কাজকারীর সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে।

(৩)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يَوْمٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ (رواه النسائي رقم: 3172)

হযরত উসমান বিন আফফান রা. বলেন আমি রাসুল সা: কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন-আল্লাহর পথে এক দিন ব্যয় করা অন্য সব দিনের এক হাজার দিনের চেয়েও উত্তম।

(৪)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (رواه البخاري رقم: 6568)

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসুল সা: বলেছেন-আল্লাহর পথে সকালে বের হওয়া বা সন্ধ্যায় ফিরে আসা দুনিয়া ও তার সব কিছুর চেয়েও উত্তম।

(৫)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ شُجَّ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاحْتَسَبَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (رواه الطبراني في الكبير)

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা: বলেন-যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং সওয়াবের আশা রাখে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

CamScanner

(৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ (رواه ابن حبان. 463/10)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন আমি রাসুল সা. কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন-আল্লাহর পথে এক ঘন্টা অবস্থান করা হাজরে আসওয়াদের কাছে লাইলাতুল কদরের রাতে ইবাদত করার চেয়েও উত্তম।

(৭)

عَنْ أَبِي عَبْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُمَا اللهُ عَلَى النَّارِ (رواه احمد. 479/3)

হযরত আবু আব্বাস রা. বলেন রাসুল সা: বলেন-যার পা আল্লাহর পথে ধুলোমলিন হয়, আল্লাহ তা জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেন।

(৮)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْإِمَامَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِي. (رواه ابن ماجه. رقم: 2859)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন রাসুল সা: বলেছেন-যে আমাকে মান্য করল, সে আল্লাহকে মান্য করল; আর যে আমাকে অমান্য করল, সে আল্লাহকে অমান্য করল। যে শাসককে মান্য করল, সে আমাকে মান্য করল; আর যে শাসককে অমান্য করল, সে আমাকে অমান্য করল।

(৯)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. (رواه مسلم. رقم: 479)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন,রাসুল সা: বলেছেন-যে ব্যক্তি তার শাসকের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে, সে ধৈর্য ধরবে। কারণ যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মারা যায়, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করে।

(১০)

وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. (رواه الترمذي. رقم: 1714)

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে তাঁর সাহাবিদের সঙ্গে বেশি পরামর্শকারী কাউকে দেখিনি।

(১১)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: حِرَاسَةُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ صِيَامُ نَهَارِهَا وَقِيَامُ لَيْلِهَا. (رواه احمد. 61/1)

হযরত উসমান বিন আফফান রা. বলেন, আমি রাসুল সা: কে বলতে শুনেছি,তিনি বলেন-আল্লাহর পথে এক রাত পাহারা দেওয়া এমন এক হাজার রাতের চেয়েও উত্তম, যার দিনে রোজা রাখা হয় এবং রাতে ইবাদত করা হয়।

(১২)

عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الذِّكْرُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُضَاعَفُ فَوْقَ النَّفَقَةِ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ

হযরত মুয়াজ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা: বলেন-আল্লাহর পথে যিকরের সওয়াব খরচের তুলনায় সাতশ গুণ বৃদ্ধি করা হয়।

(১৩)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم. رقم: 177)

হযরত আবু মাসউদ রা. বলেন আমি রাসুল সা: কে বলতে শুনেছি,তিনি বলেন-তোমাদের কেউ কোনো অন্যায় দেখলে তা হাত দিয়ে পরিবর্তন করবে; যদি না পারে, তবে মুখ দিয়ে; আর যদি তাও না পারে, তবে অন্তর দিয়ে—আর এটিই ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর।

(১৪)

عَنْ سُهَيْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَقَامُ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَاعَةً خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ عُمُرَهُ فِي أَهْلِهِ. رواه الحاكم

হযরত সোহাইল (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের কাহারো সামান্য সময় আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকা তাহার পরিবার পরিজনের মধ্যে থাকিয়া সারা জীবনের নেক আমল হইতে উত্তম।(মুসতাদরাকে হাকেম)

(১৫)

عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ. رواه ابو داؤد. باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عز وجل. رقم

হযরত মুয়ায (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় নামায, রোযা এবং যিকিরের সওয়াব, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় মাল খরচ করার চেয়ে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। (আবু দাউদ)

كِتَابُ ما لَا يَعْنِي (অনর্থক বিষয় থেকে বাচাঁর ব্যপারে হাদিস)

(১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ (رواه الترمذى. رقم: 2317)

হযরত আবু হুরায়রা রা: বলেন রাসুল সা: বলেছেন-মানুষের ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত হলো—যা তার সাথে সম্পর্কিত নয়, তা পরিত্যাগ করা।

(২)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ. وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ. دَخَلَ الْجَنَّةَ. (رواه الترمذى. رقم: 2406)

হযরত উকবা বিন আমের রা. বলেন, রাসুল সা: বলেছেন-যাকে আল্লাহ তার দুই চোয়ালের মধ্যকার (জিহ্বার) অনিষ্ট ও দুই পায়ের মধ্যকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(৩)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَحْفَظَ لِسَانَهُ. (رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير)

হযরত আনাস বিন মালেক রা. বলেন ,রাসুল সা: বলেছেন-বান্দা ঈমানের প্রকৃত স্তরে পৌঁছাতে পারে না, যতক্ষণ না সে তার জিহ্বাকে সংযত রাখে।

(৪)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ. (رواه البخاري، رقم: 6474)

হযরত সাহল রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা: বলেছেন-যে ব্যক্তি আমার জন্য তার দুই চোয়ালের মধ্যকার বস্তু (জিহ্বা) এবং দুই পায়ের মধ্যকার বস্তু (লজ্জাস্থান) সংযত রাখার দায়িত্ব নেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নেব।

(৫)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. (رواه البخاري، رقم: 6475)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসুল সা: বলেছেন-যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।

(৬)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ. فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ. (رواه الترمذي، رقم: 2411)

হযরত ইবনে উমর রা. বলেন ,রাসুল সা: বলেছেন-আল্লাহর যিকর ব্যতীত বেশি কথা বলো না; কেননা আল্লাহর যিকর ছাড়া অধিক কথা বলা অন্তরের কঠোরতার কারণ।

CamScanner